উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৩০ অক্টোবর ২০২০ CA

এলাকার দখল কার হাতে, তা নিয়েই লড়াই চান্দামারিতে

চান্দামারি (কোচবিহার), ২৯ অক্টোবর : জেলা সভাপতি হওয়ার পর থেকে মিহির গোস্বামীর এলাকায় পার্থপ্রতিম রায় থাবা বসাতে চাওয়াতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চান্দামারি। কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের রাশ কার হাতে থাকবে, সেই বিরোধেই বারবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছেন দুই নেতার অনুগামীরা। মিহিরবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অভিভাবক বলে প্রণাম করলেও এলাকার দখল নেওয়া থেকে পার্থবাবু যে পিছোবেন না, তা চান্দামারির গত কয়েকদিনের ঘটনাতেই স্পষ্ট হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চান্দামারির কর্তৃত্ব গত এক বছর ধরে মিহির গোস্বামীর অনুগামী তৃণমূল নেতা শিবু বর্মন, সাকিনুর রহমানদের হাতে রয়েছে। অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে ছিলেন দলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়ের অনুগামী ক্ষুদিরাম সরকার, বিকাশ মোদকরা। পিকে'র টিমকে বুঝিয়ে পার্থ তাঁর আস্থাভাজন ক্ষুদিরাম সরকারকে ব্লক সভাপতি করার পরই পাশার দান উলটোতে থাকে। ব্লক সভাপতি নির্বাচন ঘিরে ক্ষোভে বিধায়ক মিহির গোস্বামী সাংবাদিক সম্মেলন করে দলীয় কর্মসূচি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। সেই সুযোগে ক্ষুদিরাম সরকারকে সামনে রেখে চান্দামারি এলাকার দখল নিতে শুরু করেন জেলা সভাপতির অনুগামীরা। পুজো শেষ হতে না হতেই চান্দামারিতে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। চান্দামারিতে গত কয়েকদিন ধরে বোমাবাজি, তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও দলীয় কর্মীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় সরগরম ছিল এলাকা। তৃণমূল সূত্রে খবর, পরিস্থিতির কথা রাজ্য নেতৃত্বের কানে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে কড়া বার্তা আসাতেই পার্থবাবু বিজয়ার প্রণাম জানাতে মিহিরবাবুর বাড়িতে পৌঁছে যান মিষ্টি হাতে।

পুলিশের উপস্থিতিতে তৃণমূল নেতাদের মিষ্টিমুখ চলছে। –সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবার গোষ্ঠীকোন্দল মেটাতে দফায় দফায় বৈঠক করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। দুই গোষ্ঠীর শেষ বৈঠকটি কোচবিহার কোতোয়ালি থানা চত্বরেই হয়। সেখানে দুই পক্ষ মিষ্টিমুখ করে। এদিন তৃণমূলের কোচবিহার-১ ব্লক সভাপতি ক্ষুদিরাম সরকার বলেন, 'চান্দামারি এলাকায় তৃণমূল নেতাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। সবাইকে নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। পরে কোতোয়ালি থানাতেও বৈঠক হয়।' তৃণমূলের চান্দামারি অঞ্চলের নেতা শিবু বর্মন বলেন, 'আমরা এখন একসঙ্গেই চলব, এই নিয়ে সহমত হতে আজ বৈঠক হয়েছে। পরে কোতোয়ালি থানায়ও বৈঠক হয়।' কারও নাম না করে শিবুবাবু বলেন, 'দলের জেলা সভাপতির অনুগামী পরিচয় দিয়ে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করে তা মানা হবে না।' জেলা সভাপতির অনুগামী তৃণমূল নেতা বিকাশ মোদক বলেন, 'আজ থানায় বা এলাকায় কোনও বৈঠক হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমাকে কেউ ডাকেনি।'

বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার সংযোজক দিব্যনাথ বর্মন বলেন, 'চান্দামারিতে তৃণমূলের বোমাবাজিতে এলাকার মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত। অঞ্চলের ভাগাভাগি নিয়ে কী সমঝোতার বৈঠক হয়েছে তা জানা নেই। কিন্তু যাদের নামে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ, তারাই থানায় বসে বৈঠক করছে। থানায় বসে মিষ্টি খাওয়া হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় কেমন আইনের শাসন চলছে।'

কেন সংঘর্ষ

- মিহিরের এলাকায় পার্থপ্রতিম থাবা বসাতে চাওয়ায় উত্তপ্ত চান্দামারি
- কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের রাশ কার হাতে থাকবে, সেই বিরোধেই সংঘর্ষ
- গত কয়েকদিন ধরে বোমাবাজি, ভাঙচুর ও হামলার ঘটনা এলাকায়

চুরি, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনায় উদ্বেগ

তোলাবাজদের দাপটে দিশেহারা পর্যটন ব্যবসা

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : করোনায় থাবায় দিশেহারা পর্যটনশিল্প। কিন্তু পাহাড় থেকে ডুয়ার্সে তোলাবাজদের দাপট অব্যাহত। ছিনতাইয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে পর্যটকদের। একের পর এক ঘটনায় উদ্বিগ্ন পর্যটন ব্যবসায়ীরা শীর্ষ পুলিশকর্তাদের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, আন্দোলন-করোনা নিয়ে পাহাড়ের ব্যাপারে এমনিতেই পর্যটকদের মধ্যে দ্বিধা রয়েছে, তার মধ্যে যদি এমন ঘটনা ঘটে, তবে তা স্থানীয় পর্যটনশিল্পের ক্ষেত্রে কখনোই ইতিবাচক বার্তা দেবে না। ফলে পর্যটনের স্বার্থে প্রশাসনের পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। যদিও অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয় বলে পুলিশের দাবি।

কোভিড ভীতিকে দূরে রেখে পাহাড়-ডুয়ার্স যখন নতুন করে পর্যটনে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, তখনই দাপট শুরু হয়েছে তোলাবাজদের। হোটেল থেকে হোমস্টে, তোলাবাজদের দাপট সর্বত্রই। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক যে, অনেকেই সাময়িকভাবে ঝাঁপ বন্ধের কথা ভাবছেন। যেমন বুধবার দাবি মতো টাকা না পেয়ে মেটেলিতে একটি ফার্ম হাউসে স্থানীয় একদল যুবক হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ফার্ম হাউসের মালিক শেখ জিয়াউর রহমানের বক্তব্য, প্রচুর পর্যটক আসছে, তাই টাকা দিতে হবে বলে দাবি করে স্থানীয় একদল যুবক। কিন্তু তিনি তা দিতে না চাওয়ায় ওই যুবকরা ফার্ম হাউসের পিছনে থাকা টাওয়ারগুলি ভাঙচুর করে এবং ভবিষ্যতে দেখে দেওয়ার হুমকি দেয়। ঘটনার পর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তাঁর মতো পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার সাহস দেখাতে পারেননি মংপুর এক হোমস্টে মালিক বি গুরুং। তিনি বলেন, 'প্রায় সাত মাস ধরে কোনও রোজগার হয়নি। পুজোর দিনে কিছু পর্যটক এসেছেন। কিন্তু তার জন্যও টাকার দাবি করে স্থানীয় কিছু যুবক। দিতে না চাইলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়। ব্যবসা করে খেতে হবে। তাই পুলিশকে কিছু জানাইনি।' নাম না প্রকাশ করার শর্তে কালিম্পংয়ের এক হোটেল মালিক বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। প্রতি বছরই পার্টি ফান্ডে টাকা দিতে হয়। কিন্তু করোনা সচেতনতামূলক প্রচার, বেকার হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাকে সামনে রেখে কিছুদিন ধরে কিছু যুবক টাকা দাবি করছে। টাকা না দিলে স্থানীয়দের উসকে ব্যবসা বন্ধ করে দেবে। তাই আমার মতো অনেককেই টাকা গুনতে হচ্ছে।' নবমীর সন্ধ্যায় কালিম্পংয়ের ডেলো পার্কে ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটেছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েটেড প্রফেসার চিকিৎসক কল্যাণ খানের স্ত্রী সংযুক্তাদেবীর ব্যাগ ছিনতাই করে এক দুষ্কৃতী। ব্যাগটিতে নগদ ৩০ হাজার টাকা সহ জরুরি বেশ কিছু নথি ছিল। যদিও অভিযোগ পাওয়ার দু'দিনের মধ্যেই অভিযুক্ত স্টিভ নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কল্যাণবাবুর বক্তব্য, 'এমন ঘটনা পাহাড় পর্যটনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। পর্যটকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হবে।' যা মেনে নিয়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'এই ধরনের ঘটনার একাধিক অভিযোগ আমরাও পাচ্ছি। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকর্তাদের সঙ্গে দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

দুশ্চিন্তার মেঘ

- পাহাড়-ডুয়ার্সের একাধিক জায়গায় তোলাবাজদের দাপট শুরু হয়েছে
- টাকা না দিলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে
- চুরি-ছিনতাইকারীদের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে পর্যটকদের
- বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ায় এমন ঘটনা ঘটছে
- এমন ঘটনায় দিশেহারা পর্যটন ব্যবসায়ীরা

উত্তরে করোনা সংক্রমণ কমল

নিউজ ব্যুরো

২৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে করোনা সংক্রমণ অনেকটা কমেছে। পাশাপাশি সংক্রামিত হয়ে মৃত্যুরও এদিন কোনও খবর নেই। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রামিত হয়েছেন ৩৩৩ জন। এদিন শিলিগুড়িতে কোনও মৃত্যুর খবর নেই।

এদিন মালদায় ৯৯ জন, উত্তর দিনাজপুরে ২৮, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৩৮, দার্জিলিংয়ে ৩২, জলপাইগুড়িতে ২৮, আলিপুরদুয়ারে ৩৯ এবং কোচবিহারে ৬৯ জন সংক্রামিত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলায় নতুন করে ৬৯ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। পাশাপাশি, আগে সংক্রামিত ৭৫ জন এদিন সুস্থ হয়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংক্রামিতদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমায় ২৩ জন, দিনহাটায় ১২, মাথাভাঙ্গায় ২১, তুফানগঞ্জে ৮ ও মেখলিগঞ্জে ৫ জন রয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭,৮৮২। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৭,২৬৭ জন।

এদিন আলিপুরদুয়ার জেলায় নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন মোট ৩৯ জন। এদিন নতুন করে সুস্থ হয়েছেন ৪৭ জন। জেলায় এখনও পর্যন্ত মোট সংক্রামিত হয়েছেন ৬,৩১২ জন। সুস্থ হয়েছেন ৫,৮০২ জন।

চিকিৎসায় সাড়া সৌমিত্রর

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : চিকিৎসায় ফের সাড়া দিচ্ছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরের মেডিকেল বুলেটিনে চিকিৎসক অরিন্দম কর জানিয়েছেন, গত চারদিনের তুলনায় সৌমিত্রবাবু আজ কিছুটা ভালো আছেন। সূত্র অনুযায়ী, এদিন প্রথম পর্বের ডায়ালিসিসও হয়েছে। তাতে প্রস্রাবের মাত্রা কিছুটা বেড়েছে। মোট তিনটি ডায়ালিসিসের কোর্স করানো হবে সৌমিত্রবাবুর। নিউরোলজি ও নেফ্রোলজির বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, রেনাল ফাংশন কিছুটা ভালো। তবে সংকট কাটেনি। বেশ কয়েকবার চোখও খুলেছিলেন তিনি। তবে ভেন্টিলেশন নির্ভরতা কিছুটা বেড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি স্বাভাবিকভাবে যাতে কাজ করে, তার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়েছে। স্নায়ুর সমস্যার এখনও কোনও উন্নতি হয়নি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল পুরো চিকিৎসা প্রক্রিয়ার ওপর সতর্ক নজর রাখছে।

আবহাওয়া

শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৪.০	২৪.০
শিলিগুড়ি	৩৩.০	১৮.০
জলপাইগুড়ি	৩২.০	১৬.০
কোচবিহার	৩২.০	১৮.০
আলিপুরদুয়ার	৩২.০	১৮.০
মালদা	৩৩.০	১৯.০
রায়গঞ্জ	৩৩.০	১৯.০
গ্যাংটক	২৬.০	১৪.০

বিন্দু বিসর্গ

মা গো, এ কেমন পাঁচালি?

এসো মা লক্ষ্মী।। *কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।*

আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

চোপড়া, ২৯ অক্টোবর : কালীপুজোর পরই চোপড়া ব্লকে কংগ্রেস-সিপিএম জোট জোরদার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কর্মসূচি তৈরি করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মে একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি শুরু করেছে বিরোধী শিবির। ইতিমধ্যে এলাকাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে চোপড়ায় জোটের এক বৈঠক হয়। পরবর্তী বৈঠকে কর্মসূচি ঘোষণা করেই এলাকায় লাগাতার আন্দোলন চালাবে কংগ্রেস ও সিপিএম জোট। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে চোপড়া ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে অলিখিতভাবে কংগ্রেস এবং সিপিএম জোট করে ভোটে লড়াই করেছিল। পরবর্তীতে দুই দলের নেতারা একাধিক কর্মসূচি নিয়েছেন।

দড়ি টানাটানি

প্রথম পাতার পর

আমাদের নিজেদের আগে অন্যকে সম্মান দেওয়া শিখতে হবে। তারপর অন্যের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার আশা করা যায়। দল আমাকে মূল্য দিল কি দিল না, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমার মূল্য রাখতে পারলাম কি পারলাম না।'

সাংসদ বলেন, 'আমি ওঁকে অভিভাবক হিসাবে দেখি। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে উনি আগে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। সুপরামর্শ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে ওঁর কাছে যে পরামর্শ পেয়েছি সেই কৃতজ্ঞতা জানানো ও বিজয়ার প্রণাম করার জন্য আমি আজ এখানে এসেছি। এটা পুরোপুরি সৌজন্য সাক্ষাৎকার। মিহিরবাবু কোন দলে থাকবেন না থাকবেন সেটা সম্পূর্ণ ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওঁর মতো কেউ যদি আমাদের দলে আসতে চান বা ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি হবে। ওঁর মতো লোক যে সংগঠনেই থাকবেন সেই সংগঠনই সমৃদ্ধ হবে।'

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'মিহিরবাবু আমাদের অভিভাবক। উনি আমাদের দলেই রয়েছেন। আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।' সাংসদের আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হতে পারে সাংসদ আমাদের দলে আসতে চান। সে কারণে তিনি আমাদের বর্ষীয়ান বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের সাংগঠনিক পদ থেকে অব্যাহতি ঘোষণা করার পরেও দলের রাজ্য নেতৃত্ব এখনও মিহিরের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তাঁকে কিছুটা উপেক্ষা করা হচ্ছে। মিহিরবাবু সম্ভবত তার জবাব এদিন দিতে চেয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত, তাঁকে গুরুত্ব না দিলে বিজেপি তাঁকে নেওয়ার জন্য একপায়ে খাড়া হয়ে রয়েছে।

মাইনরিটি স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা লোপাট

ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘিতে মাইনরিটি স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একটি প্রভাবশালী চক্র কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা লোপাট করছে বলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। চক্রের পান্ডারা কীভাবে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে তা লিখিত অভিযোগে জানানো হয়েছে। অভিযোগের প্রতিলিপি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, সিবিআই, আয়কর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে।

স্কলারলিপের টাকা নয়ছয়ের ঘটনায় করণদিঘির রাঘবপুর হাইস্কুলের নাম উঠে এসেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোজকুমার সরকার বলেন, 'ওপেন পোর্টালের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে কে কী করছে তা বোঝা যায় না। শুধু আমাদের স্কুলই নয়, আশপাশের বেশ কিছু স্কুলও একই সমস্যায় ভুগছে। এ বিষয়ে এলাকায় একটি চক্র সক্রিয় হলেও কিছুতেই সেটিকে ধরা যাচ্ছে না।' তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের উত্তর দিনাজপুরের সভাপতি হাজি আবদুল কাদের বলেন, 'করণদিঘিতে ২০১৭ সাল থেকে মাইনরিটি স্কলারশিপের টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে। এ ঘটনায় যুক্ত চক্রটি বর্তমানে আরও সক্রিয় হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে। কড়া হাতে পরিস্থিতি সামলাতে ফের তাদের আর্জি জানানো হবে।' দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকায় এ বিষয়ে কিছু জানা নেই বলে করণদিঘির বিধায়ক মনোদেব সিনহা জানান। সংখ্যালঘু দপ্তরের উত্তর দিনাজপুরের আধিকারিক পঙ্কজ তামাং বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ ও সাইবার সেলকে এ বিষয়ে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।' করণদিঘি বিডিও বিজয় মোক্তান বলেন, 'অভিযোগের বিষয়ে উপরমহলকে জানানো হয়েছে।' উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক অরবিন্দ মিনা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

সূত্রের খবর, করণদিঘিতে মাইনরিটি স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা লোপাটের বিষয়টি ২০১৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে। ভুয়ো ছাত্রছাত্রীর নামে এই টাকা তোলা হচ্ছে। অভিযোগ, করণদিঘি ব্লকের লাহুতারা-১ এবং আলতাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৩৫ জন এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি)-এর কর্মীদের একাংশও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আছে বলে অভিযোগ। স্রেফ এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই প্রতি বছর ৩৫০-৪০০ ভুয়ো সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের নামে বৃত্তির টাকা তোলা হচ্ছে। এর আগে ইসলামপুর ও চোপড়া ব্লকেও এ ধরনের চক্র সক্রিয় ছিল। চলতি বছর মীর সেলিম নামে এক যুবক এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চান। এর ভিত্তিতে তিনি যে তালিকা পান তা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। চক্রের অন্যতম হিসাবে জনৈক মহতাবুদ্দিন এবং ফাইজুলের নাম উঠে এসেছে। অভিযুক্তদের একজন করণদিঘির এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী। তার একাধিক ব্যবসা রয়েছে। অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী সহ তার পরিবারের একাধিক সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে করণদিঘিতে মাইনরিটি স্কলারশিপের প্রচুর টাকা জমা পড়েছে। পরিবারের সদস্যরা ৩০ বছরের বেশি বয়সি হলেও তাঁদের নবম-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া হিসাবে দেখিয়ে টাকা তোলা হয়েছে। এর জেরে যোগ্য পড়ুয়ারা বৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত থাকছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন, আবু সামা, মীর সেলিম প্রমুখ জানান, বয়স ৫০ পেরিয়েছে এমন ব্যক্তিদেরও পড়ুয়া হিসাবে দেখিয়ে বৃত্তির টাকা তোলা হয়েছে। সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'প্রকৃতদের বঞ্চিত করে বৃত্তির টাকা তোলা হচ্ছে। যাঁরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তাঁরা কিছুই জানতে পারছেন না।' সবকিছু জানিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে আবু সামা জানান।

জালিয়াতির জাল

- ২০১৭ সাল থেকে করণদিঘিতে মাইনরিটি স্কলারশিপের টাকা নয়ছয়
- দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৩৫ জন এই চক্রে যুক্ত
- সিএসপি-র কর্মীদের একাংশও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ
- চক্রে রয়েছে করণদিঘির এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী
- মধ্যবয়সিদের নবম-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া হিসাবে দেখিয়ে টাকা নয়ছয়

গির্জায় শিরশ্ছেদ মহিলার, হত ৩

প্যারিস, ২৯ অক্টোবর : প্যারিসে শিক্ষক খুনের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের জঙ্গি হামলা ফ্রান্সে। নিস শহরের ঐতিহাসিক নতরদাম গির্জার কাছে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে এক মহিলা সহ তিনজনকে। এই হামলা কোনও জঙ্গির কাজ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। হামলায় বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন বলে খবর। বৃহস্পতিবার সকালের ওই ঘটনাকে 'সন্ত্রাসবাদী হামলা' বলে মনে করছে ফরাসি প্রশাসন। নিসের মেয়র ক্রিশ্চিয়ান এস্ত্রসি জানিয়েছেন, নতরদাম গির্জার ভিতরে এই হামলায় সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। ফরাসি পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অনেকে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা। তাঁর মাথা কেটে নিয়েছে হামলাকারী। হামলাকারী কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফ্রান্সের জাতীয় সন্ত্রাস দমন বিষয়ক কৌঁসুলি খুনের তদন্ত শুরু করেছেন। ধর্মীয় ব্যঙ্গচিত্র ছেপে ২০১৫ সালে ভয়াবহ জঙ্গি হানার শিকার হয়েছিল ফরাসি ব্যঙ্গপত্রিকা শার্লি এবদো। সেই ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে দিন কয়েক আগে নিহত হন ফ্রান্সের এক স্কুলশিক্ষক। এক চেচ কিশোর ওই শিক্ষকের গলা কেটে খুন করে বলে অভিযোগ। পরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সে।

নতরদাম গির্জার কাছে স্বজন হারিয়ে কাঁদছেন মহিলা। – এএফপি

দিল্লিতে গিয়ে নালিশ

প্রথম পাতার পর

তাঁর সম্পর্কে সাংবাদিক বৈঠকে অনেক কথা বলেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, রাজ্য পুলিশের ডিজির ওপরে রয়েছে তাঁর 'সুপার বস'। রয়েছেন সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর, প্রিন্সিপাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর। তাঁদের কাজটা কী? মুর্শিদাবাদ থেকে ৬ আল কায়দা জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করার বিষয়টিও তাঁরা জানতেন না। রাজ্য ক্রমশ বোমা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সে করে বোমা নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ রাজনৈতিক আদেশ পালন করছে। সরকারি অফিসাররা রাজনৈতিক কর্মীর মতো আচরণ করছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি'কে চিঠি লিখলে তিনি দীর্ঘদিন পর দু'লাইনের জবাব দিয়ে সাফাই দেন। এটি কোনও সিস্টেমের পক্ষে ভয়ানক অমর্যাদাকর। তাকে আড়াল করেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। যদিও সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করা হলেও রাষ্ট্রপতি শাসন জারির প্রসঙ্গ তিনি এড়িয়ে যান।

অমিত শা-কে রাজ্যপাল জানিয়ে এসেছেন, রাজ্যে মতপ্রকাশের অধিকার নেই। মানবাধিকারের জায়গা নেই। পরে সাংবাদিকদের কাছে এপ্রসঙ্গে তিনি ১৬ দিন ধরে হাসপাতালের মর্গে এক বিজেপি কর্মীর দেহ পড়ে থাকার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, হাইকোর্টের রায়ের পরও ওই কর্মীর দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে না। ফলে দেহ সৎকার করা যাচ্ছে না। রাজ্যপালের বক্তব্য, তিনি এখন বেশি চিন্তিত নির্বাচন নিয়ে। গণতন্ত্রের সঙ্গে তিনি কোনও আপস করবেন না। বাংলায় ভোটের সময় সবচেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। বিরোধীদের ভয় দেখানো, আটক করে রাখা এইরাজ্যে এখন ওপেন সিক্রেট। রাজ্যপাল তাঁর এই নালিশ জানানোর সাফাই দেন। তৃণমূল তো বটেই, অন্য বিরোধী দলগুলি সবসময় অভিযোগ করে, বিজেপির প্রতি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে ধনকরের। তিনি রাজভবনকে বিজেপির অফিসে পরিণত করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাঁর রিপোর্ট নিয়েও বিরোধীরা সমালোচনা শুরু করেছে। ধনকর তাই আগাম বলেন, 'আমি রাজ্যপাল পদে বসার সময় সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার শপথ নিয়েছিলাম। সেটাই পালন করছি। কারোর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা খুঁজি। সুষ্ঠ গণতন্ত্রের লক্ষণ সেটা। তাই বলে অপশাসন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নিম্নমানের রাজনীতি গ্রহণযোগ্য নয়।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এদিনই বলেন, রাজ্যপালের পদ পুরোপুরি সাংবিধানিক। তাঁর কাজ সাংবাদিক বৈঠক করা নয়। দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা রাজ্যপালের কাজ হতে পারে না। প্রায় একইরকম মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটে বলেন, মিথ্যায় ভরা আবর্জনা নিয়ে রাজ্যপাল দিল্লি গিয়েছেন। উনি রাজভবনের গরিমাকে কলুষিত করেছেন। তিনি কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন নাকি বিজেপির কোনও নেতার সঙ্গে? রাজ্যের বিষয়ে ঝুরিঝুরি মিথ্যে কথা বলে বাংলা তথা বাংলার নাগরিকদের অপমান করেছেন রাজ্যপাল। তিনি রাজ্যপাল কম, বিজেপির ক্যাডার রূপেই বেশি দায়িত্ব পালন করছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি বলেন, 'রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অধীনে সাংবিধানিক পদ মাত্র। কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বিজেপি যদি এতই স্বচ্ছ, তবে বাংলার রাজ্যপালের মতো উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল কেন কেন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করে না? উত্তরপ্রদেশে কি রামরাজ্য স্থাপন হয়েছে?' সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম বলেন, পুরো ব্যাপারটাই ধোঁকাবাজি। রাজ্যপাল নিজে রাজ্য-রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকতে চাইছেন। যা অভিযোগ জানিয়েছেন, তা নতুন কিছু নয়। এর আগেও এসব ব্যাপারে তিনি বলেছেন। বিজেপি এনিয়ে মেরুকরণের রাজনীতি খেলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা চাইলে কি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু করবেন না। কারণ ভিতরে ভিতরে দিদিভাই-মোদিভাই যোগসাজশ চলছে। রাজ্যের কী অবস্থা, কেন্দ্র তা খুব ভালো জানে। কিন্তু গোপন আঁতাতের জন্য তারা কিছুই করবে না।'

সাংবাদিক বৈঠকে উঠে আসে রাজ্যপালের আসন্ন একমাসের দার্জিলিং সফরের প্রসঙ্গ। পালটা প্রশ্ন ছুড়ে ধনকর বলেন, 'এতে অন্যায়টা কোথায়? এমন নয় যে প্রথমবার আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। এর আগেও পাহাড়ে গিয়েছি। থেকেছি রাজ্যের গেস্ট হাউসে। এবার রাজভবনেই থাকব। অতীতে বহু রাজ্যপাল থেকেছেন দার্জিলিংয়ে!' প্রশ্ন ওঠে, তা বলে একমাস থাকবেন? ধনকরের বক্তব্য, তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। দার্জিলিং রাজ্যের বহির্ভূত এলাকা নয়। আমি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলব, আলাপ আলোচনা করে তাঁদের মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করব।' ধনকরের অভিযোগ, অযথা তাঁর দার্জিলিং সফর নিয়ে জলঘোলা করা হচ্ছে। তিনি তাঁর সংবিধানস্বীকৃত দায়িত্ব পালন করতেই পাহাড়ে যাচ্ছেন। তৃণমূলের মহাসচিব তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বিজেপি মুখপাত্রের মতো কথা বলছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের বক্তব্যে এদিন নাম না করে ছিল প্রশান্ত কিশোরের প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, রাজ্য ক্ষমতার অলিন্দ এখন এমন কিছু মানুষ দখল করে নিয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে রাজ্য-রাজনীতির কোনও যোগ নেই।

গোরু-মহিষের টিকাকরণ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ অক্টোবর : আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ার জেলায় গোরু-মহিষকে খুড়িয়া রোগের প্রতিষেধক টিকা কর্মসূচি নিয়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর। জেলার ১০০ শতাংশ গবাদিপ্রাণীর জন্য ওই ভ্যাকসিন নিখরচায় দেওয়া হবে। এ বিষয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রাণীমিত্রা, প্রাণীবন্ধু, প্রাণীর সেবিকা, দুগ্ধ সমবায় সমিতির কর্মীরা প্রাণীপালকদের বাড়ি গিয়ে প্রতিষেধক টিকা দেবেন। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় প্রায় ১২ লক্ষ গোরু-মহিষ রয়েছে। খুড়িয়া রোগে প্রতিবছর বেশ কিছু গবাদিপ্রাণীর মৃত্যু হয়। ওই রোগ থেকে সমস্ত গবাদিপ্রাণীকে সুস্থ রাখতে প্রতিষেধক দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। অপরদিকে, গ্রামীণ এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে উন্নতজাতের মুরগি, হাঁস, ছাগলের ছানা বিলি করবে দপ্তর। গ্রামীণ এলাকার তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, ওবিসি এবং বিপিএলভুক্ত পরিবারগুলি নিখরচায় হাঁস-মুরগি ও ছাগলের ছানা পাবেন। রেড আইল্যান্ড রেড জাতের ২৮ দিন বয়সের মুরগির ছানা, খাকি ক্যাম্বেল হাঁসের ছানা বিলি করা হবে। ২০,৮৬০ জনকে মুরগির ছানা এবং ৯০০ জনকে হাঁসের ছানা বিলি করবে দপ্তর। প্রত্যেক উপভোক্তাকে ১০টি করে হাঁস, মুরগির ছানা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া ৬৬টি স্বনির্ভর দলকে ছাগলের ছানা দেওয়া হবে। উন্নত জাতের মুরগি ও হাঁস পালন করে ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষরাও এর ফলে সচ্ছল হবেন।

প্রথম দফায়

প্রথম পাতার পর

এতে কোভিড মোকাবিলায় আরও বেশি করে কাজ করার শক্তি পাবেন চিকিৎসক, নার্সরা।' সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ মাহালি বলেন, 'করোনা যোদ্ধাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ওই সময়ই আমরা দাবি করেছিলাম, ভ্যাকসিন বের হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা চা বাগানের স্বাস্থ্যকর্মীদেরও দিতে হবে। ওই ভ্যাকসিন বাজারে আসবে বলে শোনা যাচ্ছে। আমাদের দাবি মেনে ভ্যাকসিন চা বাগানের স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা খুশি। তবে দেখতে হবে ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে যাতে কোনওভাবেই কালোবাজারি না হয়।'

আইটি সেলের

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, বিজেপির ওপর নজরদারি চালাতে তৃণমূল তাদের আইটি সেলকে ঢেলে সাজিয়েছে। দলের জেলার মুখপাত্র তথা বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'এখন থেকে ফালাকাটা সহ গোটা জেলায় কড়া নজরদারি চলবে। এজন্য দলের আইটি সেলের ১৪টি পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। বিজেপির কেউ ভুল কিছু পোস্ট করলেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হবে।' তাঁর অভিযোগ, ফালাকাটাকে ঘাঁটি করে প্রচুর টাকা দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিজেপি রাজ্য সরকার বিরোধী বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালাচ্ছে। বিজেপির জেলা সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এসব অভিযোগের কোনও ভিত্তিই নেই। তাছাড়া সৌরভ চক্রবর্তীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'

ব্যাপক ক্ষতি

প্রথম পাতার পর

৫০ কেজি আলুবীজের দাম এবছর চার হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত।' কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ধূপগুড়ি ব্লকে এই মরশুমে প্রায় ৭৭৫ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছিল। এই বছর এখনও পর্যন্ত গতবারের মতো চাষ না হলেও কিছু এলাকায় ভালো পরিমাণ জমিতে বীজ বোনা হয়েছিল। প্রায় ১৫০-১৭০ হেক্টর জমির আলু বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। সার্বিক হিসেব করলে ধূপগুড়িতে প্রায় দু'কোটি টাকারও বেশি কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন। ২৬ অক্টোবর ধূপগুড়িতে ৯৪.৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ধূপগুড়ি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন বলেন, 'জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় প্রাক মরশুমের আলু চাষের জমিতে ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কতটা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব এখনই বলা সম্ভব নয়।'